শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রবার্ট ডি. ম্যাককার্লি, (M.Th)

মডিউল ১ – বক্তৃতা ১

পদ্ধতি

আপনি কি কখনও একটি (জিগস) প্যাজল একসাথে সংযুক্ত করেছেন? যদি তাই হয়,তাহলে আপনি জানেন যে একটি সম্পূর্ণ প্যাজল সাধারণত কোনো কিছুর ছবি তুলে ধরে, সম্ভবত পাহাড় এবং চারণভূমি, বন, নদী, গাছ, প্রাণী, নীল আকাশ এবং তার উপরে মেঘের মতো অনেক বিবরণ সহ একটি সুন্দর প্রাকৃতিক ভূদৃশ্য। কিন্তু আপনি যখন প্রথম বাক্সটি খুলবেন তখন আপনি বিভিন্ন আকারের অনেক ছোট ছোট টুকরো আবিষ্কার করবেন,যার প্রতিটিতে ছবির একটি ক্ষুদ্র অংশ অঙ্কিত রয়েছে। প্রতিটি টুকরো গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আপনার লক্ষ্য, অবশ্যই, পুরো ছবি তৈরি করার জন্য টুকরোগুলি কীভাবে একত্রে একসঙ্গে যুক্ত হবে তা নির্ধারণ করা।

বাইবেল আমাদেরকে সেই সমস্ত শিক্ষাতত্ত্ব প্রদান করে যা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে এবং সেই সকল কর্তব্যও যা ঈশ্বর আমাদের কাছে দাবী করেন। এতে কী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তার সম্পূর্ণ চিত্র পেতে আমাদের পুরো শাস্ত্রের প্রয়োজন। আপনি বাইবেলের প্রতিটি অধ্যায় পড়ার সাথে সাথে, আপনি বিস্তৃত শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে আমাদের কী বিশ্বাস করতে হবে তার কিছু অংশ আবিষ্কার করেন। এই টুকরোগুলি আপনি বাইবেলের অন্য কোথাও পড়েন এমন সত্যের সাথে সংযুক্ত এবং একত্রে সংযুক্ত হয়।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই মডিউলগুলি বা পাঠ্যক্রমগুলির উদ্দেশ্য হল আপনাকে কীভাবে টুকরোগুলি-অর্থাৎ,শাস্ত্রের অনুচ্ছেদগুলি থেকে আঁকা পৃথক সত্যগুলি একসাথে সংযুক্ত করে সেই মতবাদের সম্পূর্ণ,সুসঙ্গত এবং সমগ্র অংশ গঠনের জন্য একটি গভীর বোধগম্যতার সাথে আপনাকে সজ্জিত করা; যা একজন খ্রীষ্ট অনুগামীকে বিশ্বাস করতে হবে। সুতরাং আপনি যদি বাইবেলের শিক্ষাতত্ত্বের একটি পরিষ্কার বোধগম্যতা অর্জন করতে চান তবে এই বক্তৃতাগুলি আপনাকে উপকৃত করার লক্ষ্য স্থিরীকৃত। শৃঙ্খলা বদ্ধ শিক্ষাতত্ত্বের উপর এই সিরিজটি যে সাতটি মডিউল নিয়ে গঠিত তা পরিচায়ক, সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু এগুলি আপনাকে একটি ভিত্তি দিয়ে সজ্জিত করার উদ্দেশ্যে যা আপনি আপনার পরবর্তী অধ্যয়নে গড়ে তুলতে পারেন।

যেহেতু এই মডিউলগুলিকে আমরা "শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব" বলি,এবং এই সমস্ত বিষয়গুলির মধ্যে দিয়ে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাজানো হয়েছে, তাই এই দুটি শব্দের সংজ্ঞা আমাদের প্রচেষ্টা গুলিকে স্পষ্ট করতে সাহায্য করতে পারে। "ঈশতত্ত্ব" ঈশ্বরের জ্ঞানের অধ্যয়নের সাথে এবং যা তিনি আমাদের বিশ্বাস করার জন্য প্রকাশ করেছেন তার সাথে সম্পর্কিত। সেরা সংজ্ঞাগুলির মধ্যে একটি পেট্রাস ভ্যান মাস্ট্রিচ প্রদান করেছিলেন, যিনি একজন সপ্তদশ শতাব্দীর ডাচ সংস্কারবাদী ঈশতত্ত্ববিদ, যিনি বলেছিলেন যে "ঈশতত্ত্ব হল খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে বেঁচে থাকার শিক্ষা।" তাই ঈশতত্ত্ব আমাদের চিন্তাভাবনা এবং আমাদের জীবনযাপন উভয়কেই সম্বোধন করে।

"শৃঙ্খলাবদ্ধ" শব্দটি "শৃঙ্খলা" শব্দের সাথে সম্পর্কিত। এটি বাইবেলে সম্পূর্ণ শিক্ষাতত্ত্বের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা বোঝায়। আমরা এই বক্তৃতার বাকি অংশে দেখতে পাব,শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব শাস্ত্রের সঙ্গে শাস্ত্রের তুলনা করে খ্রীষ্টীয় শিক্ষার বিষয়গুলিকে সংগঠিত করে এবং প্রতিটি মতবাদের উপর বাইবেল যা শিক্ষা দেয় তার একটি সুশৃঙ্খল উপস্থাপনা প্রদান করে।

সুতরাং আপনি যখন দুটি শব্দ একসাথে রাখেন,শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব এই প্রশ্নের উত্তর দেয়, "সম্পূর্ণ বাইবেল প্রতিটি পৃথক শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয়?" শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব বাইবেলের বিষয়বস্তুকে সুসংগত এবং যৌক্তিক বিভাগে এমনভাবে একত্রিত করে এবং সঙ্ঘবদ্ধ করে যা স্পষ্টভাবে শেখানো, বোঝা এবং ধরে রাখা যায়। সুতরাং আপনি দেখতে পাচ্ছেন, প্রতিটি খ্রীষ্ট অনুগামীদের অবশ্যই শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব অধ্যয়নের প্রতি আগ্রহ থাকতে হবে।

কিন্তু সাতটি মডিউলের এই সিরিজে আমরা যা পরিক্রমা করতে আশা করি তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ

দেওয়া শুরু করার পূর্বে, এই কোর্সগুলি কীভাবে আপনার জন্য সত্যিকারের সহায়ক হতে পারে তা ব্যাখ্যা করে শুরু করি। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তি সম্বন্ধে বাইবেল কী শিক্ষা দেয় তা বিবেচনা করুন। আপনি যখন যোহনের সুসমাচারটি খোলেন,আপনি প্রথম পদটিতে পড়েন,"আদিতে বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন।" আপনি লক্ষ্য করুন যে খ্রীষ্ট,যাকে সেই অনুচ্ছেদে বাক্য বলা হয়েছে,তিনি হলেন ঈশ্বর। খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বর। যোহনের বইয়ে আরও পড়লে, আপনি দেখতে পাবেন যে আরও অনেক অনুচ্ছেদ একই তত্ত্ব সত্য শিক্ষা দেয়, যা নিশ্চিত করে যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সত্যই ঈশ্বর। আর আপনি সম্পূর্ণ বাইবেল অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আপনার অনুসন্ধানকে প্রসারিত করার সাথে সাথে আপনি অনেক জায়গা আবিষ্কার করেন যা এই সত্যকে শক্তিশালী করে,প্রতিটি পাঠ্য অন্য একটি (*সম্পূর্ণ প্যাজলের*) টুকরো প্রদান করে।

কিন্তু আপনি খ্রীষ্টের জন্ম,জ্ঞান ও মর্যাদায় বেড়ে ওঠা,খাওয়া,পান করা,এমনকি কাঁদা,ঘুমানো,ক্রুশে মারা যাওয়া,শেষ পর্যন্ত মানুষের রক্তপাত এবং শেষ পর্যন্ত তৃতীয় দিনে তাঁর মৃতদেহ কবরপ্রাপ্ত হওয়া ও পুনরুত্থিত হওয়ার বিষয়েও শাস্ত্রে পড়েছেন। আবার,আপনি আবিষ্কার করেন যে আদিপুস্তক থেকে প্রকাশিতবাক্য পর্যন্ত অনেক অনুচ্ছেদ নিশ্চিত করে যে যীশু সত্যিকারের মানুষ ছিলেন।

সুতরাং শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব সম্পূর্ণ বাইবেলকে দেখে,শাস্ত্রের সাথে শাস্ত্রের তুলনা করে এবং ঈশ্বর প্রদত্ত যে কোনো একটি শিক্ষার অংশকে বিবেচনা করে এবং সেগুলিকে একত্রিত করে একটি সুসংগত সমগ্রের মধ্যে রাখে,যেন ঈশ্বর একটি শিক্ষাতত্ত্ব সত্য বিষয়ে যা প্রকাশ করেছেন তা দেখতে পারি; উদাহরণ স্বরূপ, খ্রীষ্ট ব্যক্তিত্ব।

চতুর্থ মডিউলে, আপনি খ্রীষ্ট ব্যক্তি স্বরূপ মতবাদ সম্পর্কে আরও বিশদ বিবরণ শিখবেন এবং আবিষ্কার করবেন যে বাইবেল শিক্ষা দেয় যে খ্রীষ্ট এক ব্যক্তি-দুই ব্যক্তি নয়, কিন্তু দুটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির একজন ব্যক্তি-একটি ঐশ্বরিক প্রকৃতি এবং একটি মানব প্রকৃতি। আর আপনি শিখবেন কেন এই সত্যটি এত গুরুত্বপূর্ণ, কোথায় আমাদের এটিকে ভ্রান্ত শিক্ষা থেকে আলাদা করতে হবে এবং কীভাবে এটি খ্রীষ্টীয় জীবনের জন্য বিশাল ব্যবহারিক প্রভাব ফেলে।

এই পাঠের প্রথম দুটি বক্তৃতা, এই একটি এবং পরেরটি উভয়ই,সমস্ত সাতটি মডিউলের একটি ভূমিকা প্রদান করে৷ এই প্রথম মডিউলের বাকি অংশটি শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের সাতটি বিভাগের প্রথমটিতে উৎসর্গীকৃত– যাকে আমরা বলি "প্রথম নীতিগুলির শিক্ষাতত্ত্ব", যা ঈশতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রথম সত্য শাস্ত্রীয় শিক্ষা গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। আমরা আমাদের তৃতীয় বক্তৃতায় এবং এই পাঠের অবশিষ্ট বক্তৃতায় প্রথম নীতির শাস্ত্রীয় শিক্ষা আলোচনা করা শুরু করব।

আপনি যখন কোনও বিষয়ের অধ্যয়নের করেন,তখন আপনি আপনার পড়াশোনায় যে পদ্ধতিটি ব্যবহার করবেন তা বিবেচনা করে শুরু করা সহায়ক। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ,জীববিজ্ঞানের অধ্যয়ন সাধারণত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলা হয় তা নিয়ে আলোচনা করে শুরু হয়। আপনি একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেন, তারপর আপনার কাছে একটি অনুমান আছে–এক ধরনের শিক্ষিত অনুমান, তারপর আপনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং সেই অনুমানকে নিশ্চিত বা অস্বীকার করার জন্য পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করেন, একটি উপসংহারে পৌঁছান। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ, জল কখন তরল অবস্থা থেকে কঠিন বরফে পরিণত হয় বা অন্য প্রান্তে, বাষ্প বা গ্যাসে পরিণত হয় তা নির্ধারণ করতে,আপনি কী করবেন? ঠিক আছে, আপনি এটিকে ঠান্ডা করুন বা আপনি এটিকে গরম করুন যে এটি কোন তাপমাত্রায় জমাট বা ফুটতে থাকে তা আবিষ্কার করতে। এই পদ্ধতিটি বিজ্ঞানের জন্য কাজ করে,কিন্তু অধ্যয়নের অন্যান্য ক্ষেত্রে নয়। তবে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে পদ্ধতিটি গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এই প্রথম বক্তৃতায়,আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বে সাধারণত ব্যবহৃত বুনিয়াদী ভিত্তি সাজাবো, কিন্তু বিশেষত এই পাঠ্যক্রম জুড়ে আমরা যে বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করব তার উপর লক্ষ্য কেন্দ্রিত করবো।

তাই আমরা এই সম্বোধনে শুরু করছি শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের পদ্ধতির শাস্ত্রীয় ভিত্তি দিয়ে। আর আমরা যে পদ্ধতিটি ব্যবহার করব সে সম্পর্কে আমাদের বিবেচনা উন্মুক্ত করার জন্য শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ বিবেচনা করে শুরু করব। পৌল লিখেছেন, ১ তিমথি ৬-এর, পদ-এর শেষের অংশ থেকে ৪ পদ পর্যন্ত এবং তিনি এই কথা বলেছেন, "আর যাহাদের বিশ্বাসী কর্তা আছে, তাহারা তাঁহাদিগকে ভ্রাতা বলিয়া তুচ্ছ জ্ঞান না করুক; বরং আরও যত্নে দাস্যকর্ম করুক,কেননা যাঁহারা সেই সদ্ব্যবহারের ফল ভোগ করেন,তাঁহারা বিশ্বাসী ও প্রেমের পাত্র। এই সকল শিক্ষা দেও ও অনুনয় কর। যদি কেহ অন্যবিধ শিক্ষা দেয় এবং নিরাময় বাক্য, অর্থাৎ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাক্য ও ভক্তির অনুরূপ শিক্ষা স্বীকার না করে,তবে সে গর্বান্ধ,কিছুই জানে না, কিন্তু বিতণ্ডা ও বাগ্‌যুদ্ধের বিষয়ে

রোগগ্রস্ত হইয়াছে। এই অনুচ্ছেদটি "খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি জীবন যাপনের শিক্ষাতত্ত্ব" রূপে আমাদের কাছে ঈশতত্ত্বের সংজ্ঞা হুকুমনামা প্রদান করে। এই অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত চারটি উপাদান লক্ষ্য করুন।

প্রথমত, পৌল যখন "এই সকল" বলেন, তখন তিনি সেই সত্যগুলিকে উল্লেখ করছেন যা তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন, শুধুমাত্র পূর্ববর্তী পদগুলিতে নয়, আরও সাধারণভাবে তাঁর সমস্ত প্রেরিত শিক্ষায়। তিনি আমাদের নির্দেশ করছেন, অন্য কথায়, শাস্ত্রের দিকে। বাইবেলের বিষয়বস্তু আমাদের ঐশ্বরিক সত্যের সাথে সজ্জিত করে এবং ঈশ্বর যা বলেছেন তা দেখতে, জানতে, গ্রহণ করতে এবং বিশ্বাস করার জন্য আমাদের আহ্বান জানানো হয়। সুতরাং আমাদের পদ্ধতির প্রথম উপাদানটি হল আমাদের সমস্ত শিক্ষাতত্ত্ব শাস্ত্রে স্থাপিত। আমাদের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হল ঈশ্বরের বাক্য।

দ্বিতীয়ত, তিনি তিমথিকে বলেন যে সে এই সত্যগুলিকে অন্যদেরকে "শিক্ষা ও উপদেশ" দেওয়ার জন্য ব্যবহার করবে। "শিক্ষাতত্ত্ব" শব্দের সহজ অর্থ হল "শিক্ষা"। লক্ষ্য করুন যে তিনি বলেছেন যে এই শিক্ষাতত্ত্বগুলি শিক্ষা এবং উপদেশ দেওয়ার জন্য। তাই শিক্ষা মস্তিষ্ককে জানিয়ে দেয়,সেখানেই উপদেশ অনুশীলনকে সম্বোধন করে,বা জীবনে সত্যেকে প্রয়োগ করে। তাই আমাদের পদ্ধতির দ্বিতীয় উপাদানটির মধ্যে রয়েছে একটি শিক্ষাতত্ত্বের ব্যাখ্যা-অর্থাৎ, বাইবেলের শিক্ষাতত্ত্ব গুলি চিহ্নিত করা এবং সংজ্ঞায়িত করা, সুস্পষ্ট করা এবং এমনকি প্রতিটি শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে পার্থক্যগুলিও তুলে ধরা।

তৃতীয়ত,তিনি সতর্ক করেন যে সবাই শাস্ত্রে পাওয়া শিক্ষায় সম্মত হয় না। কেউ কেউ সত্যকে অস্বীকার করবে,সত্যকে বিকৃত করবে এবং মিথ্যা মতবাদ শেখাবে। পুরাতন এবং নতুন নিয়ম উভয়ই আমাদের বারবার দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষকদের সম্পর্কে সতর্ক করে,আমাদের পাঠে পৌল যাদের কথা বলেছেন, তারা হল "গর্বিত,এবং কিছুই জানে না।" ঈশ্বর মিথ্যা শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করার জন্য আমাদের আহ্বান করেছেন। সুতরাং আমাদের পদ্ধতির তৃতীয় উপাদানটিতে সত্যকে ভুল থেকে কীভাবে আলাদা করা যায় এবং কীভাবে মিথ্যাকে খণ্ডন করা যায় তা জানা। আমরা একে বিতর্কমূলক উপাদান বলবো।

চতুর্থ এবং সবশেষে, তিনি "ভক্তির অনুরূপ শিক্ষার" কথা বলেছেন। আমরা যা বিশ্বাস করি তা প্রভাবিত করে এবং প্রভাবিত করে আমরা কীভাবে জীবনযাপন করি। সত্য শিক্ষার লক্ষ্য হল ঈশ্বরীয় অনুশীলন উৎপন্ন করা। আমাদের চিন্তায় সত্যের সঠিক গঠনের মধ্যে আমাদের স্বার্থকে সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়। পাঠটি বলে যে আমাদের জীবনযাত্রায় সেই সত্যের প্রয়োগের ক্ষেত্রেও আমাদের অবশ্যই পরিশ্রমী হতে হবে। সুতরাং আমরা যে পদ্ধতিটি ব্যবহার করব তার চতুর্থ উপাদানটি হল ব্যবহারিক প্রয়োগ।

এই চারটি উপাদান মনে রাখবেন – শাস্ত্রীয়, শিক্ষাতত্ত্বমূলক, বিতর্কমূলক এবং ব্যবহারিক – কারণ আমরা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আবার এই চারটি পদ্ধতিতে ফিরে আসব। কিন্তু আমরা ১ তিমথি ৬ থেকে এই পাঠ্যটিতে তাদের জন্য বাইবেলের ভিত্তি প্রবর্তন করে শুরু করেছি।

দ্বিতীয়ত,আমাদের একটি শিক্ষাতত্ত্ব পরিদর্শন বিবেচনা করতে হবে। আমরা এই বক্তৃতায় শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব নিযুক্ত পদ্ধতি নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমাদের পদ্ধতি আমরা যে পথ অনুসরণ করি তার সাথে সম্পর্কিত। যদি পদ্ধতিটি ভুল হয়,তবে পথ আমাদের সুষম শিক্ষার সঠিক গন্তব্যে নিয়ে যাবে না। সুতরাং আমাদের অবশ্যই বাইবেল থেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ শিক্ষাতত্ত্বে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তা অবশ্যই আহরণ করতে হবে,যেমনটি আমরা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি। ঈশ্বর বিভ্রান্তির ঈশ্বর নন এবং শাস্ত্র সত্যের ঐক্য শেখায়। তাই শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব বাইবেলে সত্যের প্রতিটি পৃথক সুত্রের সন্ধান করে যেন বাইবেল আধারিত শিক্ষাতত্ত্ব কীভাবে একসঙ্গে এক উত্তম ও বৃহৎ কারুকার্যে গঠিত হয়েছে তা দেখতে পাওয়া যায়।

তাই আমাকে আমাদের পদ্ধতির একটি শিক্ষাতত্ত্বের মানচিত্র প্রদান করতে দিন, যেন আপনি এই সাতটি মডিউলে আমরা কোথায় যাচ্ছি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখতে পারেন। আমরা বড় ছবি থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে কাজ করব, তাই সমস্ত সাতটি মডিউলের সংক্ষিপ্ত পরিদর্শন থেকে, প্রতিটি মডিউলের বিন্যাস-প্রতিটি লেকচারের সংগঠন পর্যন্ত।

সাতটি মডিউলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ– এটি বিবেচনা করুন। শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের সাতটি বৃহৎ বিভাগে বিভক্ত, প্রতিটি বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাকে সম্বোধন করে। শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই সিরিজে,সাতটি মডিউল বা পাঠ রয়েছে, প্রতিটি নির্দিষ্ট বিষয় বা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের বিভাগগুলির একটিতে নিবেদিত। তারা নিম্নলিখিত:

১। প্রথম নীতির শিক্ষাতত্ত্ব; আর এই বর্তমান মডিউল সেগুলি বিন্যাস করবে। এর মধ্যে, শাস্ত্রের শিক্ষাতত্ত্ব

এবং অন্যান্য বিষয় রয়েছে।

২। এতে রয়েছে ঈশ্বর বিষয়ক শিক্ষাতত্ত্ব।

৩। এতে রয়েছে মানব বিষয়ক শিক্ষাতত্ত্ব

৪। এতে রয়েছে খ্রীষ্ট বিষয়ক শিক্ষাতত্ত্ব

৫। এতে রয়েছে পরিত্রাণ বিষয়ক শিক্ষাতত্ত্ব

৬। এতে রয়েছে মণ্ডলী বিষয়ক শিক্ষাতত্ত্ব

৭। এবং সবশেষে,এতে রয়েছে অন্তিম বিষয়ক শিক্ষাতত্ত্ব

সুতরাং আপনি যদি সমস্ত সাতটি মডিউলের মধ্য দিয়ে যান, আপনি সমস্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ শিক্ষাতত্ত্ব পূর্ণ করে থাকবেন। সুতরাং এটি হল সাতটি মডিউলের একটি পরিদর্শন।

তবে আসুন প্রতিটি মডিউলের একটি পরিদর্শন সম্পর্কেও চিন্তা করি, কারণ প্রতিটি মডিউলকে সেই শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে নির্দিষ্ট বিষয়গুলি সম্বোধন করে এমন বক্তৃতাগুলিতে বিভক্ত করা হয়। সুতরাং একটি উদাহরণ এটি ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করতে পারে। পরিত্রাণের মতবাদের মডিউল – ভাল, এতে খ্রীষ্টের সাথে সংযুক্ত হওয়া এবং কার্যকর আহ্বান, পুনর্জীবন, বিশ্বাসের উপর একটি বক্তৃতা এবং অনুতাপ, ধার্মিক গণিত হওয়া, দত্তক নেওয়া, শুদ্ধিকরণ, শেষ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা, নিশ্চিতিকরণ ইত্যাদি; এসব শিক্ষাতত্ত্বের শিক্ষাগুলি একত্রে পরিত্রাণের শিক্ষাতত্ত্ব গঠন করে।

কিন্তু তারপরে,আরও বিশদে যেতে, আমাকে প্রতিটি বক্তৃতার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণনা করতে দিন,কারণ প্রতিটি বক্তৃতায,চারটি উপাদানের কাঠামো অনুসরণ করবে যা আমরা ১ তিমথি ৬ থেকে পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ,বক্তৃতাগুলি একটি শাস্ত্রীয়,শিক্ষাতাত্ত্বিক, বিতর্কমূলক এবং ব্যাবহারিক দিক প্রকাশ করবে। অতীতের সংস্কারপন্থী ঈশতত্ত্ববিদরাও এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। তবে আসুন এই চারস্তরীয় ব্যাখ্যার ভিত্তি সম্বন্ধে আরও বিবেচনা করি।

তাই আমরা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু করি। প্রতিটি শিক্ষার জন্য বাইবেলের ভিত্তি এবং প্রমাণ একটি অগ্রাধিকার হতে হবে। আপনি যদি একটি শিক্ষাতত্ত্বের বাইবেলের ভিত্তিতে নির্ভর না করেন,তাহলে আপনার বিশ্বাসগুলি সহজেই ভেঙে যাবে। আমরা ২ তিমথি ৩:১৬ এবং ১৭ তে পড়ি যে "ঈশ্বর-নিশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী, যেন ঈশ্বরের লোক পরিপক্ব, সমস্ত সৎকর্মের জন্য সুসজ্জিভূত হয়।" বাইবেল ঈশ্বরের নিজস্ব অনুপ্রাণিত শব্দগুলি প্রদান করে যা আমাদেরকে শিক্ষাতত্ত্বের জ্ঞান এবং কর্তব্য উভয়ই দিয়ে সজ্জিত করে যা আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন। অন্যত্র,২ তিমথি ২:১৫ তে, তিনি বলেছেন," তুমি আপনাকে ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষাসিদ্ধ লোক দেখাইতে যত্ন কর; এমন কার্যকারী হও, যাহার লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই, যে সত্যের বাক্য যথার্থরূপে ব্যবহার করিতে জানে " তবে সেগুলি মোচড়ের বা ভাঁজ দেওয়ার বিপরীতে শাস্ত্রের একটি সঠিক বিভাজন রয়েছে।

যেহেতু ঈশ্বর সমগ্র বাইবেল জুড়ে মতবাদগুলিকে দিয়েছেন,তাই একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতি অনুসারে সেগুলি সংগ্রহ করা এবং সাজানো গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম করিন্থীয় ১৪:৪০ বলে, খ্রীষ্টীয় গির্জার মধ্যে "কিন্তু সকলই শিষ্ট ও সুনিয়মিতরূপে করা হউক"। তাই আমরা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষাতত্ত্ব ব্যাখ্যা। এটি সত্য শিক্ষাতত্ত্বের ব্যাখ্যা নিয়ে গঠিত। তাই এই বিভাগের অধীনে,একটি শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে বিভাগ এবং পার্থক্য ব্যাখ্যা করা হবে,যা বাইবেল জুড়ে দেওয়া বিভিন্ন সত্যের উপর অঙ্কন করা হবে। প্রেরিত ২০:২৭ এর কথাগুলি চিন্তা করুন,যেখানে প্রেরিত পৌল ইফিষীয় মণ্ডলীর প্রাচীনদের সাথে কথা বলছেন এবং তিনি বলেছেন," কারণ আমি তোমাদিগকে ঈশ্বরের সমস্ত মন্ত্রণা জ্ঞাত করিতে সঙ্কুচিত হই নাই" পৌল তিমথিকে অন্যত্র বলেছেন,"তুমি আমার শিক্ষা ... সম্পূর্ণরূপে জেনেছো এবং অনুসরণ করেছো" (২ তিমথি ৩:১০)। অন্য কথায়,পৌল সম্পূর্ণ শাস্ত্র এবং তাতে যা আছে তা শিখিয়েছিলেন। সে সমস্তই পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সুসজ্জিত কোনটিই পরস্পরবিরোধী বা পেঁচানো নয়। আর তাই আমাদের শিক্ষাতত্ত্ব অধ্যয়নের পদ্ধতিতেও এই বাস্তবতাগুলোকে প্রতিফলিত করতে হবে।

তৃতীয়ত,আমাদের বিতর্কিতমূলক ব্যাখ্যা রয়েছে। শৃঙ্খলাবদ্ধ শিক্ষাতত্ত্ব আমাদের কেবল সত্য মতবাদের একটি স্পষ্ট উপলব্ধি প্রদান করে না,এটি সেই সত্যকে বিভিন্ন ত্রুটি থেকে পৃথক করে এবং বিশ্বাসীকে মিথ্যার

বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য উত্তর দিয়ে সজ্জিত করে। বাইবেল যেমন সতর্ক করে তেমনি ত্রুটি প্রচুর এবং আমাদের অবশ্যই শুদ্ধকে মন্দ থেকে আলাদা করতে হবে।

১ তিমথি ৩:৬ এ, পৌল তাদের সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন যারা সুষম শিক্ষায় সম্মত নয়। পুরাতন নিময়ে মিথ্যে ভাববাদী ছিল এবং নতুন নিয়মেও মিথ্যা শিক্ষকদের কথা বলে। তারা প্রায়ই ভেড়ার পোশাকে নেকড়েদের মতো উপস্থিত হয়,বাস্তবে সেই সত্যকে ক্ষুন্ন করার সময় সত্যকে ধরে রাখার দাবি করে। পিতর সতর্ক করেছেন যে যারা "অশিক্ষিত এবং অস্থির", যারা অন্যদের মতো করে। অন্য কথায়, কিছু লোক শাস্ত্র যা শিক্ষা দেয় তা মোচড় দেয় এবং বিকৃত করে। তারা শাস্ত্রের বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি পদ নিতে পারে এবং এটি থেকে মিথ্যা সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এই কারণেই যিহুদা ৩ বলে, "প্রিয়তমেরা, আমাদের সাধারণ পরিত্রাণের বিষয়ে তোমাদিগকে কিছু লিখিতে নিতান্ত যত্নবান হওয়াতে আমি বুঝিলাম, পবিত্রগণের কাছে একবারে সমর্পিত বিশ্বাসের পক্ষে প্রাণপণ করিতে তোমাদিগকে আশ্বাস দিয়া লেখা আবশ্যক।" আমাদের অবশ্যই সত্যের পক্ষে লড়াই করতে হবে এবং এটিকে ভ্রান্ত শিক্ষা থেকে রক্ষা করতে হবে।

আমরা এখানে সাহায্যের জন্য মণ্ডলীর ইতিহাসও দিকে যেতে পারি। সূর্যের নীচে নতুন কিছু নেই। বেশীরভাগ শিক্ষাতত্ত্বের ত্রুটি হল পুনর্ব্যবহৃত পুরানো ত্রুটি যা একটি নতুন আকারে প্রদর্শিত হয়। ইতিহাসের ভ্রান্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে শ্রেণীবদ্ধ বাইবেলের এবং ঈশতত্ত্ব যুক্তিগুলি অধ্যয়ন করে, আমরা বর্তমান দিনে সেগুলিকে চিনতে এবং প্রত্যাখ্যান করতে আরও ভালভাবে সজ্জিত হব। সুতরাং তৃতীয় বিভাগটি হল আমাদের বিতর্ক প্রকাশ।

চতুর্থত, আমাদের কাছে ব্যবহারিক ব্যাখ্যা রয়েছে। ঈশতত্ত্ব অধ্যয়ন কখনই নিছক তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে শেষ হওয়া উচিত নয়, বা জন ক্যালভিন যাকে "মস্তিষ্কে ঘুরপাক খাচ্ছে এমন সত্য" হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে ১ তিমথি ৬-এ পৌল "সেই শিক্ষার কথা বলেছেন যা ভক্তিবাদ অনুসারে।" একইভাবে, তীত ১:১-এ, পৌল "সত্যকে স্বীকার করার কথা বলেছেন যা ঈশ্বরভক্তি অনুসারী" তাই শিক্ষাতত্ত্বগুলোকে ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে হবে নতুবা তারা তাদের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। খ্রীষ্ট বলেছেন, এই সকল যখন তোমরা জান, ধন্য তোমরা, যদি এই সকল পালন কর; যোহন ১৩:১৭ তে। অথবা,আপনি মনে রাখবেন, পার্বত্য উপদেশের শেষে, মথি ৭ অধ্যায়ে, সেই অত্যন্ত প্রাণবন্ত চিত্র যা যীশু আমাদের দিয়েছেন। তিনি বলেন,একজন লোক বালির উপর তার বাড়ি নির্মাণ করে এবং অন্যজন একটি পাথরের উপর তার বাড়ি নির্মাণ করে। আর যখন ঝড় ও বাতাস আসে, যে বালির উপর তার ঘর তৈরি করেছে তার ঘর ভেঙ্গে পড়বে, সেখানেই পাথরের উপর নির্মিত ঘরটি সহ্য করবে। আর তিনি বলেছেন যে যারা পাথরের উপর তাদের ঘর তৈরি করে তারাই হল সেই মানুষ যারা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদেরকে যে সত্য প্রদান করেন তা করেন বা প্রয়োগ করেন বা অনুশীলন করেন। একইভাবে, আমরা যাকোব ১:২২-এ পড়ি, "কিন্তু তোমরা বাক্যের কার্যকারী হও, কেবল শ্রবণকারীই হও না, নিজেদেরকে প্রতারিত কর না।"

সুতরাং আমাদের শাস্ত্রীয়, শিক্ষাতাত্ত্বিক,বিতর্কিত এবং ব্যবহারিক এই চারটি বিভাগ রয়েছে এবং আপনি যেমনটি লক্ষ্য করেছেন,আমরা ইতিমধ্যে এই প্রথম বক্তৃতায়ও এই চারগুণ পদ্ধতিটি ব্যবহার করেছি। ভূমিকার পরে, আমরা শাস্ত্রের একটি অনুচ্ছেদ, ১ তিমথি ৬:২-৪ বিবেচনা থেকে আমাদের দিকনির্দেশনা প্রতিষ্ঠা করে শুরু করেছি। তারপর,আমরা অন্যান্য সহায়ক বাইবেলের অনুচ্ছেদগুলি নিয়ে শিক্ষাতত্ত্বমূলক সত্যগুলির একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করেছি। এখন আমরা তৃতীয়ত এবং খুব সংক্ষিপ্তভাবে, বিতর্কমূলক ব্যাখ্যার দিকে ফিরে যাব,তারপরে ব্যবহারিক প্রভাবগুলি অনুসরণ করব।

সুতরাং তৃতীয়ত, বিতর্কিত প্রকাশ। যেমনটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি, আপত্তির উত্তর দেওয়া এবং সত্যের উপর আক্রমণ খণ্ডন করা প্রয়োজন। এই প্রথম বক্তৃতা সম্পর্কে, কেউ কেউ শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বে নিযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করতে আপত্তি করতে পারে। তারা জোর দিতে পারে যে শিক্ষাতত্ত্বের যৌক্তিক ক্রম এবং উপস্থাপনা শিক্ষাতত্ত্ব থেকে বিঘ্নিত বা বিকৃত করে। তবে স্পষ্টতই, এর উত্তরে, স্পষ্টতই সত্যের সংগঠন সত্যগুলিকে নিজেরাই পরিবর্তন করে না। বরং, এটি একটি শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কিত সমস্ত সত্যকে এক জায়গায় একত্রিত করে, শাস্ত্রের সাথে শাস্ত্রের তুলনা করে, যা প্রকৃতপক্ষে সত্যের বিষয়ে স্পষ্টতা, উপলব্ধি এবং প্রত্যয় সহায়তা করে। প্রকৃতপক্ষে, বাইবেল নিজেই সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করার ব্যর্থতা সম্পর্কে সতর্ক করে। ২ পিতর ৩:১৬ এবং ১৭-এ, পিতর, পৌলের লেখার কথা বলেছেন এবং বলেছেন "আর যেমন তাঁহার সকল পত্রেও এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া তিনি এই প্রকার কথা কহেন; তাহার মধ্যে কোন কোন কথা বুঝা কষ্টকর; অজ্ঞান ও চঞ্চল লোকেরা যেমন অন্য সমস্ত

শাস্ত্রলিপি, তেমনি সেই কথাগুলিরও বিরূপ অর্থ করে, আপনাদেরই বিনাশার্থে করে। অতএব, প্রিয়তমেরা, তোমরা এই সকল অগ্রে জানিয়া সাবধান থাক, পাছে ধর্মহীনদের ভ্রান্তিতে আকর্ষিত হইয়া নিজ স্থিরতা হইতে ভ্রষ্ট হও।"

চতুর্থত, ব্যবহারিক প্রভাব। এমনকি পদ্ধতির ক্ষেত্রেও আমরা নিজেদের কাছে ব্যবহারিক প্রয়োগ টানতে পারি। সত্যের একটি গভীর এবং স্পষ্ট জ্ঞান আধ্যাত্মিক পরিপক্কতার দিকে নিয়ে যায়। ইব্রিয় ৫:১৩ এবং ১৪ বলে,"কেননা যে দুগ্ধপোষ্য, সে ত ধার্মিকতার বাক্যে অভ্যস্ত নয়; কারণ সে শিশু।" আপনি দেখুন, শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব জীবন্ত ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির একটি নম্র কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে,যা তাঁর উপাসনা এবং তাঁর মহিমা পরিবেশনের দিকে পরিচালিত করে।

তাই আমাদের দোষী সাব্যস্ত করা উচিত,যদি আমরা ঈশ্বরের সত্যের কোনো অগোছালো এবং উচ্ছৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য দোষী হই,যা বিভ্রান্তির জন্ম দেয় এবং সত্যকে আমাদের স্মৃতিতে ধরে রাখতে বাধা দেয়। পরিবর্তে, আমাদের এমন কর্মী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত যারা "অনুমোদিত" এবং "সত্যের বাক্যকে সঠিকভাবে ভাগ করার" ক্ষেত্রে "লজ্জিত নয়" যা অবশ্যই আমাদের নিজের আত্মার জন্য একটি উপকারী। যোহন ১৭:১৭ -এ খ্রীষ্ট প্রার্থনা করেছিলেন, "তাহাদিগকে সত্যে পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ।" অন্যদেরকে সত্য শেখানোর ক্ষেত্রে,তারা অল্পবয়সী হোক বা বৃদ্ধ হোক এবং তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে বা অনানুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হোক না কেন,অভাবী আত্মার সাথে আমাদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্পষ্টতার দিকে আমাদের ধাবমান হওয়া উচিত। আমরা উপদেশক ১২:১১ পদে পড়ি, "জ্ঞানবানদের বাক্য সরল অঙ্কুশস্বরূপ, ও সভাপতিগণের [বাক্য] পোতা গোঁজস্বরূপ।"

উপসংহারে, হিতোপদেশ ২৩:২৩ বলে, "সত্য ক্রয় কর, বিক্রয় করিও না" এবং আমরা যে অধ্যয়নে নিযুক্ত আছি তা সত্যই সত্য কেনার একটি কাজ, বাইবেলের সত্যকে একটি মূল্যবান ধনের স্বীকৃতি দেওয়া। বাইবেল যেমন বলে, এটাকে সোনা, রৌপ্য এবং মূল্যবান পাথরের চেয়েও বেশি মূল্য দেওয়া উচিত, যে এটি আমাদের স্বাদে এমনকি "মধু ও মৌচাক"-এর চেয়েও মিষ্টি, যে আমাদের "প্রয়োজনীয় খাবারের"চেয়েও বেশি মূল্যবান হওয়া উচিত। মডিউল এবং বক্তৃতাগুলির এই পাঠ্যক্রমে,আমরা সেই সত্যটি কেনার এবং এটিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখার চেষ্টায় নিযুক্ত আছি।

আমাদের আরও লক্ষ করা উচিত যে জন নক্স ইনস্টিটিউট বাইবেল আধারিত ঈশতত্ত্ব শিরোনামের একটি মডিউলও সরবরাহ করে। আর যদি আপনি সেই বক্তৃতাগুলির মাধ্যমে আপনার উপায়ে কার্যকারী করেননি তবে আমি সুপারিশ করব যে আপনি শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব এর এই মডিউলগুলির মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার আগে সেগুলি শোনার কথা বিবেচনা করুন। বাইবেল আধারিত ঈশতত্ত্ব রৈখিক কালানুক্রমিক বিকাশ এবং বাইবেলের মধ্যে মুক্তির ইতিহাসের উন্মোচনকে দেখে, আদিপুস্তক থেকে শুরু করে এবং প্রকাশিত বাক্যে শেষ হয়। শৃঙ্খলা বদ্ধ ঈশতত্ত্ব তারপর পুরো শাস্ত্র দিয়ে শুরু হয় এবং এক সময়ে একটি শিক্ষাতত্ত্ব গ্রহণ করে, একত্রিত করে এবং সেই একটি শিক্ষাতত্ত্বের উপর বাইবেল যা বলে তা সংগঠিত করে। বাইবেল আধারিত ঈশতত্ত্বের উপাদানগুলি আপনাকে শাস্ত্রের একটি দৃঢ় বোধগম্যতার সাথে সজ্জিত করবে, যা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই পাঠগুলি থেকে আপনি যে সুবিধাগুলি পাবেন তা বাড়িয়ে তুলতে পারে।

পরবর্তী বক্তৃতায়, আমরা বিশ্বাস এবং স্বীকারোক্তির বাইবেলের ভূমিকা বিবেচনা করব, যা শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের এই সাতটি মডিউলের সাথে আমাদের সাধারণ ভূমিকা সম্পূর্ণ করবে। তৃতীয় লেকচার থেকে শুরু করে এবং এই প্রথম মডিউলের বাকি অংশের জন্য,আমরা প্রথম নীতির মতবাদের উপর আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করব।